চরণ চঞ্চল চিত্ত স্থির নাহি হয়।
হরি হরি হরি বলে দৌঁড়ায়ে বেড়ায়।।
হরি বলি যায় চলি নামে করি ভর।
মুখ ফিরে যায় বাম-স্কন্ধের উপর।।
মহাবেগে চ'লে যেন সিংহের সমান।
হরিনাম ক্ষান্ত নাই যথা তথা যান।।
ক্ষণেক বিপথে যান ক্ষণেক পথে আসে।
ভুজঙ্গ গমন যেন বক্রভাবে মিশে।।
অলসেতে চলি কভু করিত শয়ন।
ঈষৎ আবেশ নিদ্রা চেতন জীবন।।
ঈষন্নিদ্রাপূর্ণ আঁখি করিত বিশ্রাম।
তার মধ্যে হরিনাম নাহিক বিরাম।।
হরি হরি বলে যবে করিত ভোজন।
মন্ত্র ভুলে হরি বলে আত্মনিবেদন।।
হরি জল খা'ব বলে দেও ব'লে ডাকে।
ভুলে ভোজনের দ্রব্য তুলে দেয় মুখে।।
নামের সহিত দ্রব্য দুই হাতে তুলি।
বদন বদনে দিত হরি হরি বলি।।
এইভাবে উদাসীন হইল বদন।
এইভাবে ঠাকুরের সঙ্গেতে মিলন।।
অবিরাম হরিনাম করে অনুক্ষণ।
ইচ্ছামত করিতেন গমনাগমন।।
কক্ষবাদ্য করতালি কখন কখন।
কভু ওড়াকান্দী কভু গৃহেতে গমন।।
কখন বা রাস্তা দিয়া করিত প্রয়াণ।
কভু বা পথ-বিপথে, না থাকিত জ্ঞান।।
হরি বলি কখন চলিত বেগভরে।
খাল-নালা লম্ফ দিয়া যাইতেন পারে।।
জঙ্গল কন্টক কিম্বা জলমগ্ন স্থান।
আড়ভাবে হরি বলি করিত প্রয়াণ।।
ঘোরা ফিরা নাহি ছিল দৌঁড়াইত সোজা।
এমন মহৎ ভাব নাহি যেত বুঝা।।
সর্ব্বক্ষণ বলে হরি নাহিক বিশ্রাম।
নাহি ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত করে হরিনাম।।
ব্যাধিযুক্ত কেহ যদি হ'য়ে নিরুপায়।
কাঁদিয়া ধরিত গিয়া বদনের পায়।।
'হরিচাঁদ' বলিয়া দিতেন আজ্ঞা করে।
অমনি সারিত ব্যাধি আজ্ঞা অনুসারে।।
বদনের শুভাখ্যান শুনে যেই লোক।
শ্রবণেতে মহাসুখ বিজয়ী ত্রিলোক।।
ওড়াকান্দী শেষলীলা অলৌকিক কাজ।
ভণে শ্রীতারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

গোস্বামী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপাখ্যান

মল্লকান্দী গ্রামে মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ।
যেভাবে ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ।।
নিত্যানন্দ মহাসাধু দান ধর্মে রত।
কৃষ্ণ-ভক্ত সাধুসেবা করে অবিরত।।
তাঁহার নন্দন হ'ল নাম মৃত্যুঞ্জয়।
সুভদ্রা নামিনী মাতা পতিব্রতা হয়।।
সেই রত্নগর্ভজাত সাধু মৃত্যুঞ্জয়।
শাস্ত্রশ্লোক বক্তা ছিল ধীর অতিশয়।।
শাস্ত্র আলাপনে অতি ছিলেন সমর্থ।
করিতেন শাস্ত্রের মাঝেতে নিগূঢ়ার্থ।।
সাধু-সঙ্গে ইষ্ট-গোষ্ঠ করে নিরবধি।
দৈবেতে হইল তার রসপিত্ত ব্যাধি।।
ভাবিলেন "আমি হেন লোকের সন্তান।
আমার এ ব্যাধি হ'ল না রাখিব প্রাণ।।
কোন মুখে এই মুখ লোকেরে দেখা'ব।
ভাবিলেন বিষ খেয়ে জীবন ত্যজিব।।